৪ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ১ ফেব্রুয়ারি ২০০২/১৯ মাঘ ১৪০৮

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল একটি দেশ। অথচ এদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠেছে ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশ ধাঁচে। শাসক গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা। দরিদ্র জনগণের টাকায় শাসকেরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করে। নির্বাচিত একটি সরকার পরিচালনার জন্য বছরে পনেরো শ' কোটি টাকা খরচ হয়। অথচ নির্বাচিত দল জনগণের ভাগ্য নয়, নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যস্ত থাকে।

'৯০-এর সফল গণঅভ্যুত্থানের পর এ দেশে গণতন্ত্রের নতুন যুগের শুরু হয়। দুইটি দল পালাক্রমে বিগত দশটি বছর শাসন করেছে। এতে জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। অথচ শাসক দল দু'টি পরিচালনার জন্য জনগণকে হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছে। জনগণের টাকায় একজন প্রধানমন্ত্রী বেতন পেয়েছেন প্রতিমাসে ২২ হাজার টাকা। তার দেশে-বিদেশে ভ্রমণের সব ব্যয়ভার দরিদ্র জনগণ বহন করেছে। প্রায় পঞ্চাশ জন পদ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি তার পাশে রয়েছে। এসব কিছু মিলিয়ে একজন প্রধানমন্ত্রীর পেছনে প্রতি বছরে ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। অথচ মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরে প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীবর্গের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে দুর্নীতির শ্বেতপত্র। জনগণ যেন এখন দুই শ্বেতহস্তী পালছে। তাদের শাসন করার জন্য। এই শ্বেতহস্তীর কাজ জনগণকে নিঃশেষিত করা। দেশকে ঋণের ভারে আরো জর্জরিত করে তোলা।

এদেশের রয়েছে ছাত্র রাজনীতির এক গৌরবোজ্বল অধ্যায়। আজ যেন এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন ছাত্র রাজনীতি মানেই চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, হল দখলের বীভৎস দৃশ্য। এমন ছাত্র রাজনীতির কি প্রয়োজন রয়েছে। এ নিয়ে আজ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।